MANANAMEDINĪ ISSN: Applied
A Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal Dedicated to Research in Sanskrit & Allied Disciplines
Volume: 1, Issue: 1 (August-September) 2026
Website: www.mananamedinijournal.in
Email id: mananamedinijournal@gmail.com

যমেবৈষ বৃণুতে: পরমাত্মার অনুগ্রহ ও স্বপ্রকাশত্ব এবং রবীন্দ্রদর্শন

বাভ্রবী ঘোষ
শোধার্থী, সংস্কৃত বিভাগ,
পণ্ডিচেরী বিশ্ববিদ্যালয়,
পুদুচেরী-৫০৬০১৪

সারসংক্ষেপ

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ভাষায় ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাভিন্ন বৃক্ষপত্র নড়ে না। বেদ-উপনিষদ্ থেকে দর্শনাদি শাস্ত্র, কথামৃত থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত সর্বত্রই সেই ইচ্ছাময় পরমাত্মার অনুগ্রহ ও স্বপ্রকাশত্ব প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কোটি শাস্ত্রাধ্যয়নেও সেই পরমাত্মা উদাসীন থাকতে পারেন আবার যাঁর প্রতি কৃপা করেন, শাস্ত্রজ্ঞানব্যতীতও তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়, এমনই তাঁর লীলাবৈভব। শাহ আব্দুল করিমের বাউল গানেও এই সারমর্ম ধ্বনিত হয়েছে কতকটা এইভাবে – 'তন্ত্রমন্ত্র করে দেখি তার ভিতরে তুমি নাই, শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ি যত আরো দূরে সরে যাই, কোন্ সাগরে খেলতেছ লাই ভাবতেছি তাই অন্তরে, কেমনে চিনিবো তোমারে?' কঠোপনিষদে স্পষ্টোল্লিখিত – 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্'। এই ঔপনিষদিক মন্ত্রকেই উপজীব্য করে আত্মার অনুগ্রহ ও স্বপ্রকাশত্বের ধারণা কীভাবে রবীন্দ্রনাথের মননে চিন্তনে এক নান্দনিক ও ভাষাগত রূপ লাভ করেছে, বাণী ও সুরের মাধ্যমে বাক্ রূপিণী ব্রহ্ম কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছে তা এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। এই গবেষণায় উপনিষদীয় আত্মতত্ত্ব ও রবীন্দ্রদর্শনের মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্থাপন করে দেখানো হয়েছে যে, জ্ঞান, মেধা বা প্রবচনের সীমা অতিক্রম করে আত্মার উপলব্ধি সম্ভব হয় কেবল অনুগ্রহ, অন্তর্দৃষ্টি ও সৃষ্টিশীল প্রকাশের মাধ্যমে।

কূটশব্দসমূহ- পরমাত্মা, অনুগ্রহ, প্রার্থণা, শরণাগতি, স্বপ্রকাশত্ব, যমেবৈষ বৃণুতে, কঠোপনিষদ্, রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রচিন্তন ইত্যাদি।

ভূমিকা

অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে এক পরব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো সদ্বস্তু নেই। বেদাদি শাস্ত্রসমূহ সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করেছে। সংহিতা-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদ্ ভেদে বেদের চারটি অংশ।

MANANAMEDINĪ ISSN: Applied
A Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal Dedicated to Research in Sanskrit & Allied Disciplines
Volume: 1, Issue: 1 (August-September) 2026
Website: www.mananamedinijournal.in
Email id: mananamedinijournal@gmail.com

সংহিতায় দেবাদির উদ্দেশ্যে স্তুতিপরক মন্ত্র ছাড়াও প্রায় ২০টি দার্শনিক সূক্তও উক্ত হয়েছে। এই দার্শনিক সূক্তগুলির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ও পরমাত্মা। ব্রাহ্মণ অংশে সংহিতা ভাগের মন্ত্রসমূহের যজ্ঞে যথাযথ বিনিয়োগ বর্ণিত হয়েছে। আরণ্যক বেদের নবনীতস্বরূপ। অর্থাৎ সমগ্র বেদের সার আরণ্যকে প্রতিপাদিত। সংহিতা ভাগের দার্শনিক সূক্তসমূহের মধ্যে বাক্ সূক্ত, পুরুষ সূক্ত, হিরণ্যগর্ভ সূক্ত, নাসদীয় সূক্ত ও অস্যবামীয় সূক্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে পুরুষ সূক্তে বিরাট্ পুরুষ থেকে এই সম্পূর্ণ প্রপঞ্চের সৃষ্টি বর্ণিত হয়েছে, হিরণ্যগর্ভ সূক্তে বলা হয়েছে হিরণ্ময় অণ্ড থেকে সমগ্র প্রপঞ্চ সৃষ্ট, আবার নাসদীয় সূক্ত জল থেকে সমগ্র প্রপঞ্চের সৃষ্টির বিষয় প্রতিপাদন করেছে। এই তিনটি সূক্তে বর্ণিত সৃষ্টিরহস্য আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন মনে হলেও সেখানে পারমার্থিক সৎ ব্রহ্ম থেকেই সৃষ্টির বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। পুরুষ সূক্তে জাগ্রদ্ অবস্থায় সমষ্টি অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য বিরাট্ পুরুষ থেকে, হিরণ্যগর্ভ সূক্তে স্বপ্নাবস্থায় সমষ্টি অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য হিরণ্যগর্ভ থেকে এবং নাসদীয় সূক্তে জল থেকে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত যা ত্রিবৃৎকরণ তথা পঞ্চীকরণের তত্ত্বের উপলক্ষণ।

উপনিষদে বিভিন্ন আখ্যান-উপাখ্যান ও গুরু-শিষ্যের সংবাদের মাধ্যমে সেই পরম তত্ত্ব কে বা কী? আমি কে? ইত্যাদি প্রশ্ন ও তার সাধন পন্থা নির্দেশিত হয়েছে। সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ। ঠিক যেমন সূর্যকে প্রকাশ করতে দ্বিতীয় কোনো প্রকাশকের প্রয়োজন হয় না জ্ঞানও সেইরূপ। এবং সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের অনুগ্রহ ভিন্ন অজ্ঞানাভিমানী জীব তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না। কঠোপনিষদের যমেবৈষ বৃণুতে... মন্ত্রাংশে তা স্পষ্ট। রবীন্দ্রগানের পূজা পর্যায়ের অনেক গানেই কবিগুরু পরমাত্মার নিকট এই অনুগ্রহই প্রার্থণা করেছেন।

কঠোপনিষদের সামান্য পরিচয়

কঠোপনিষদ্ কৃষ্ণ যজুর্বেদের সঙ্গে সম্বন্ধিত উল্লেখযোগ্য উপনিষদ্। এই উপনিষদ্ দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে তিনটি করে বল্লী। কঠোপনিষদে যম-নচিকেতার সংবাদে বিবিধ আধ্যাত্মিক বিষয় চর্চিত হয়েছে। মহর্ষি উদ্দালকের দ্বারা সর্ববেদ বা বিশ্বজিৎ যজ্ঞানন্তর দক্ষিণারূপে গোধন দান করার সময় পিতা উদ্দালকের সহিত পুত্র নচিকেতার সংবাদের মাধ্যমে উপনিষদটির প্রারম্ভ হয়েছে। সেখানে জরাজীর্ণ পীতোদক জগ্ধতৃণ দুগ্ধদোহ নিরিন্দ্রিয় গোমাতাগুলির দান পাপসম হওয়ায় নচিকেতা ধৈর্য্যপূর্বক বারংবার পিতাকে বোঝানোর চেষ্টা করে। ফলতঃ ক্ষুব্ধ পিতা পুত্রকে যমের নিকট প্রেরণ করে। যমলোকে যাওয়ার পর সস্ত্রীক যম দ্বারা ব্রাহ্মণ বালকের অতিথিসৎকার ভারতীয় সংস্কৃতির 'অতিথি দেবো ভব' নামক তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ বাক্যকে দৃঢ় করেছে। প্রসঙ্গতঃ, এই উপনিষদের পরবর্তী পর্যায়ে ব্রহ্মকেই অতিথিরূপে

MANANAMEDINĪ ISSN: Applied
A Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal Dedicated to Research in Sanskrit & Allied Disciplines
Volume: 1, Issue: 1 (August-September) 2026
Website: www.mananamedinijournal.in
Email id: mananamedinijournal@gmail.com

নিরূপণ করা হয়েছে, যার দ্বারা জীবব্রহ্মৈক্যরূপ অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। অতঃপর যম দ্বারা নচিকেতাকে তিনটি বর যাচনার প্রস্তাব। প্রথম বরে নচিকেতার পিতৃ-সন্তোষ যাচনা ও যমদ্বারা উক্ত বরপ্রদান, দ্বিতীয় বরে স্বর্গসাধনভূত অগ্নিবিদ্যা প্রার্থণা এবং ফলসহিত যমরাজের নাচিকেত অগ্নিবিদ্যার বর্ণন। তদনন্তর যমের নিকট নচিকেতার প্রার্থিত ত্রিবিধ বরের তৃতীয় বরটি হল ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান। এই বরের উত্তরে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেচনানন্তর পরব্রহ্মের স্বরূপ ও মহিমা বর্ণিত হয়েছে। কে এই পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করতে পারেন আর কে পারেন না বা কেন তার পরব্রহ্মের উপলব্ধি হয় না সেই বিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান এই উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

যমেবৈষ বৃণুতে...

পরব্রহ্মের উপলব্ধি অত্যন্ত দুর্লভ। কিন্তু কৃপানির্ভর সাধক পরমেশ্বরকে অচিরেই লাভ করেন। পরমাত্মার এই কৃপাস্বরূপ বাৎসল্য বর্ণিত হয়েছে কঠোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীতে –

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"।।

মন্ত্রটির অন্বয় এইরূপ – অয়ম্ আত্মা (এই পরব্রহ্ম পরমাত্মা) ন প্রবচনেন (না প্রবচনের দ্বারা) ন মেধয়া (না বুদ্ধির দ্বারা) ন বহুনা শ্রুতেন (না অনেক শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বা না অনেক শ্রবণাদিরূপ মার্গের দ্বারা) লভ্যঃ (প্রাপ্ত)। যম্ এষঃ বৃণুতে (যাকে তিনি স্বয়ং বরণ করেন অর্থাৎ যাকে তিনি কৃপা করেন) তেন এব লভ্যঃ (তার দ্বারাই তিনি অনায়াসপ্রাপ্ত হন)। এষঃ আত্মা (এই পরব্রহ্ম পরমাত্মা) তস্য স্বাং তনূং বিবৃণুতে (সেই কৃপালব্ধ সাধকের সামনে নিজের যথার্থ স্বরূপকে স্বয়ংই প্রকট করেন) ইতি।।

যারা বহুশাস্ত্রের অধ্যয়ন করেন বা যারা বেদান্ত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের অধ্যয়ন করেন তাদের দ্বারা সেই পরমাত্মা কিছুতেই লব্ধ হন না। একই বিষয় শ্রীমদ্ভগবৎপাদ্ শঙ্করাচার্যের রচিত স্তোত্রতেও ধ্বনিত হয়েছে –

"ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং
গোবিন্দং ভজ মূঢ়মতে।
সম্প্রাপ্তে সন্নিহিতে কালে

MANANAMEDINĪ ISSN: Applied
A Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal Dedicated to Research in Sanskrit & Allied Disciplines
Volume: 1, Issue: 1 (August-September) 2026
Website: www.mananamedinijournal.in
Email id: mananamedinijournal@gmail.com

নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে”।।

কঠোপনিষদাদি বিবিধ মোক্ষশাস্ত্রসমূহে[i] এই কৃপা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য একমাত্র পন্থা হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে প্রপত্তি বা শরণাগতি ও প্রার্থণা। তাই আচার্যভগবানও বলেছেন হে মূঢ়ধী গোবিন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের শরণ নাও, তাঁর ভজনা করো। গীতাতেও ভগবান বলেছেন – সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। এবং শরণাগতির ফলস্বরূপ তাঁর অনুগ্রহ কীরূপে লাভ হয় তা তিনি স্বয়ং পরবর্তী শ্লোকার্ধে বলেছেন – অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।[ii] শাস্ত্রাদিতে নাম ও নামীর অভেদও যত্র তত্র বর্ণিত হয়েছে। এমনকি বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদীর কারকপ্রকরণে ভট্টোজীদীক্ষিত ধারেরুত্তমর্ণঃ সূত্রের উদাহরণেও ভারতীয় দর্শনের এই চমৎকার গূঢ় তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন এইভাবে- ভক্তায় ধারয়তি মোক্ষং হরিঃ। এই উদাহরণবাক্যে ভক্ত হলেন উত্তমর্ণ অর্থাৎ ঋণদাতা এবং হরি অধমর্ণ - ঋণগ্রহীতা। ভক্ত তাঁর ভক্তি হরিকে দেয় এবং তা যেন সুদসংযোগে বর্ধিত হয়ে মুক্তিরূপে ফিরে আসে। কারণ শরণাগতি বা ভক্তিই সেই মার্গ যার দ্বারা অনায়াসেই পরমাত্মার কৃপালাভপূর্বক সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়।

সেই পরমাত্মা মেধা বা বুদ্ধির দ্বারাও লভ্য নন। কারণ বুদ্ধিও তাঁরই অধীন। তিনি সহস্র শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও লভ্য নন। কারণ শাস্ত্রযোনিত্বাৎ সূত্রে স্পষ্টোল্লিখিত যে বেদাদি শাস্ত্রসমূহের তিনিই কারণ। বেদাদি শাস্ত্রসমূহ তাঁর স্বরূপমাত্র বর্ণনা করে কিন্তু ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা উপলব্ধি তাঁর অনুগ্রহাধীন। ন বহুনা শ্রুতেন এই মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা এইরূপেও করা যেতে পারে যে, বেদাদি শাস্ত্র বারংবার শ্রবণের দ্বারাও সেই পরমাত্মা লব্ধ হন না।

কেবলমাত্র সেই যোগীই তাঁকে প্রাপ্ত করেন যাকে তিনি কৃপাপূর্বক স্বীকার করেছেন। এবং সেই কৃপাধন্য যোগীর সকাশেই জ্ঞানজ্যোতিস্বরূপ আনন্দস্বরূপ প্রেমাস্পদ ব্রহ্ম নিজেকে উজার করে দেন।

উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে...

এবার আসা যাক্ বাক্ বা বাণীর স্বরূপে। ঋগ্বেদের দার্শনিক সূক্তসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আধ্যাত্মিক সূক্ত হল বাক্ সূক্ত। সেখানে দেবী বাগাম্ভৃণী স্বয়ং নিজেকে কোটি প্রপঞ্চের অধিশ্বরীরূপে ঘোষণা করেছেন। এই পর্বে চলে আসে পরব্রহ্মের শুদ্ধ সত্ত্বপ্রধানা শক্তিস্বরূপিণী অনির্বচনীয়া মায়ার কথা।

MANANAMEDINĪ ISSN: Applied
A Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal Dedicated to Research in Sanskrit & Allied Disciplines
Volume: 1, Issue: 1 (August-September) 2026
Website: www.mananamedinijournal.in
Email id: mananamedinijournal@gmail.com

বাণী বা বাক্ বা শব্দই স্ফোটরূপে ব্রহ্ম এই ধারণা প্রথম পোষণ করেন মহাবৈয়াকরণ মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে। এবং জন্ম হয় ব্যাকরণ-দর্শন নামক নতুন শাখার। তদনন্তর এই মতকে দৃঢ় করেন ভগবান্ ভর্তৃহরি। তাঁর বাক্যপদীয়ের ব্রহ্মকান্ডের মঙ্গলাচরণে তিনি শব্দব্রহ্মের তত্ত্বকে প্রতিপাদন করেছেন এইভাবে – অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্। এই শব্দ পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমা-বৈখরী আদি চার প্রকার। এর মধ্যে বাকের প্রথম তিনটি ভাগ গূঢ়, চতুর্থ প্রকার বৈখরী বাকেরই ব্যবহারে প্রবৃত্তি ঘটে। জীবের মূলাধার চক্রে পরা নামক শব্দব্রহ্ম নিস্পন্দভাবে অবস্থান করে। পশ্যন্তী নাভিচক্রে অবস্থান করে। এবং মধ্যমা হৃদয়ে অবস্থান করে। তাই অজ্ঞানী জীবের পক্ষে শব্দব্রহ্মের এই তিনটি গূঢ় রূপ জানা অসম্ভব। এক্ষেত্রেও বাগ্রূপ পরমজ্যোতি করুণাবশতই যে সাধককে অনুগ্রহ করেন কেবল সেই-ই তাঁর প্রকৃত স্বরূপ সাক্ষাৎ করতে পারেন।

পরমাত্মা বাক্-এর অনুগ্রহ ও স্বপ্রকাশত্ব ঋগ্বেদের জ্ঞানসূক্তেও ধ্বনিত হয়েছে। যথা-

"উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসা"।।[iii]

পতির কামনা করে সুবস্ত্রা স্ত্রী যেরূপ পতির নিকট নিজের দেহ উন্মুক্ত করে, সেরূপ জ্ঞানস্বরূপ শব্দব্রহ্ম যার সম্মুখে নিজেকে প্রকট করেন[iv] সেই-ই কেবল তাঁকে জানতে পারেন। অন্যরা সেই বাক্ রূপী পরব্রহ্মকে দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না।

রবীন্দ্রদর্শনে পরমাত্মার অনুগ্রহ ও স্বপ্রকাশত্ব

তাই তো কবিগুরুও বহু কবিতা ও সঙ্গীতে আশ্রয় করলেন পরমতত্ত্বকে এবং উজার করে দিলেন সমস্ত প্রার্থণা। তিনি তাঁর নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় বললেন –

'জ্যোতির্ময়, তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি'।

পরমজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে জেনে অর্থাৎ উপলব্ধি করেই একমাত্র মৃত্যুকে লঙ্ঘন করা যায় অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিলাভ হয়, এছাড়া আর অন্য পথ নেই। তাই কবিও শরণাগত হলেন, লিখলেন অসংখ্য প্রার্থণাসঙ্গীত। এই গানগুলি বেশিরভাগ পূজা ও প্রেম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সেখানে তিনি পরমাত্মাকে কখনো 'তুমি' সম্বোধন করেছেন, কখনো পরমপিতা সম্বোধন করেছেন, কোথাও বলেছেন বিশ্বপতি, আবার কোথাও

MANANAMEDINĪ ISSN: Applied
A Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal Dedicated to Research in Sanskrit & Allied Disciplines
Volume: 1, Issue: 1 (August-September) 2026
Website: www.mananamedinijournal.in
Email id: mananamedinijournal@gmail.com

সম্বোধন করেছেন চিরসখা নামে, কখনো আবার জীবনস্বামীরূপে। তুমি সম্বোধনের দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন যে সেই পরমাত্মাই পরম আপন, তাঁর তুল্য আপন আর বিশ্বচরাচরে কেউ নেই। আবার সেই পরমাত্মার বিভুত্ব প্রদর্শণ করে তিনি লিখেছেন – 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে...', 'নিরাশ্রয় জন, পথ যার গেহ, সেও আছে তব ভবনে'। ঈশোপনিষদের পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং..মন্ত্রাংশের সেই পূর্ণ ব্রহ্মেরই বিবর্ত সমগ্র জগত – 'হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে, যাহা কিছু সব আছে আছে আছে'। অজ্ঞানী দ্বৈতভাবাপন্ন জীবেরই কেবল ভয় যে এই বুঝি সে সব হারাবে! – 'নাই নাই ভয় সে শুধু আমারই, নিশিদিন কাঁদি তায়'। এই ত্রিবিধ তাপকে আত্যন্তিক ও ঐকান্তিকভাবে লঙ্ঘন করা যায় একমাত্র তাঁকে প্রাপ্ত হলেই। সেই প্রেমাস্পদ পরমাত্মার স্বরূপ তিনি ব্যক্ত করেছেন এইভাবে–

'সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে'।

আরও লিখেছেন -

'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে' ॥

এই পঙ্ক্তি কেনোপনিষদের মন্ত্রকেই পুষ্ট করে যথা –

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি"।।[v]

তাঁর স্বরূপ যে বর্ণনাতীত তাও তিনি ব্যক্ত করেছেন – 'স্বরূপ তাঁর কে জানে, তিনি অনন্ত মঙ্গল অযুত জগত মগন সেই মহাসমুদ্রে'। এমনকি বেদবেদান্তও তাঁর স্বরূপবর্ণনায় নিষ্ফল -

'তিনি নিজ অনুপম মহিমামাঝে নিলীন-
সন্ধান তাঁর কে করে, নিষ্ফল বেদ বেদান্ত'।

তিনি পূর্ণ, তিনিই সমস্ত প্রপঞ্চের সর্বকারণের কারণ। তাই কবি বললেন –

'পরব্রহ্ম, পরিপূর্ণ, অতি মহান-
তিনি আদিকারণ, তিনি বর্ণন-অতীত'।।

MANANAMEDINĪ ISSN: Applied
A Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal Dedicated to Research in Sanskrit & Allied Disciplines
Volume: 1, Issue: 1 (August-September) 2026
Website: www.mananamedinijournal.in
Email id: mananamedinijournal@gmail.com

যমেবৈষ বৃণুতে... ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রতিফলিত রবীন্দ্রচিন্তন

প্রবন্ধের এই পর্বে যমেবৈষ বৃণুতে মন্ত্রকে উপজীব্য করে পরমেশ্বরের অনুগ্রহ, করুণা যেসব রবীন্দ্রগানের পঙ্ক্তিতে ধরা দিয়েছে তার আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হল।

পরব্রহ্মের অনুগ্রহ বা কৃপা কেবল তাঁর ইচ্ছাধীন তাই কবি আকুল হৃদয়ে প্রার্থণা জানালেন –

'কি হবে গতি, বিশ্বপতি, শান্তি কোথা আছে?
তোমারে দাও, আশা পূরাও, তুমি এসো কাছে'।

কারণ এখানে তুমিরূপ পরমাত্মাকে লাভ করলেই সর্বপ্রাপ্তি হয়। তাই বারংবার করুণা প্রার্থণা করেছেন -

'ধুলাতে বসিয়া দ্বারে
ভিখারি হৃদয় হা রে
তোমারি করুণা মাগে'।

কবি তাঁর কিছু গানে জীবাত্মাস্বরূপ নিজের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে আফসোস করেছেন যে সেই পরমপ্রেমময়কে ধরে রাখার মতো প্রেম তাঁর ক্ষুদ্র হৃদয়ে নেই তাই কঠোপনিষদের যমেবৈষ বৃণুতে... মন্ত্রাংশকে স্মরণে রেখেই পরমপিতার কাছে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ প্রার্থণা করেছেন এইভাবে -

'আমার সাধ্য কিবা তোমারে,
দয়া না করিলে কে পারে?
তুমি আপনি না এলে,
কে পারে হৃদয়ে রাখিতে?'

শরণাগত ভক্তচিত্তই কেবল শুদ্ধভক্তি দ্বারা তাঁর অপার করুণা লাভ করে, তাই কবি লিখলেন –

'তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে..'

পরবর্তী পঙ্ক্তিতে পরমাত্মাকে জানা যে তাঁরই অধীন তা ব্যক্ত করলেন – 'তুমি জানাও যারে সেই জানে' অর্থাৎ তিনি যাকে স্বীকার করেন সেই-ই তাঁকে জানতে পারে।

MANANAMEDINĪ ISSN: Applied
A Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal Dedicated to Research in Sanskrit & Allied Disciplines
Volume: 1, Issue: 1 (August-September) 2026
Website: www.mananamedinijournal.in
Email id: mananamedinijournal@gmail.com

সংসারানলে সন্তপ্ত শরণাগত কবি পরমেশ্বরের কাছে সংসারসাগরেও মুক্তির প্রার্থণা জানাচ্ছেন –

'চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না।
সংসারগহনে নির্ভয়নির্ভর, নির্জনসজনে সঙ্গে রহো' ॥

অন্যত্রও বলেছেন – সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহো, হে সখা, মম হৃদয়ে রহো।

বারবার ইন্দ্রিয়রূপী অনিয়ন্ত্রিত ঘোটকসমূহই মোহাচ্ছন্ন জীবকে বিষয়লিপ্ত করে, ফলতঃ হৃদয়বিহঙ্গরূপ হৃদয়স্থ পরমাত্মা এত নিকটে থেকেও জীবের কাছে অধরা থাকেন – 'আকুল চঞ্চল নাচে সংসারে, কুহরে হৃদয়বিহঙ্গ'॥ তাই কবি আবার প্রার্থণা জানাচ্ছেন -

'দাও হে হৃদয় ভরে দাও।
তরঙ্গ উঠে উথলিয়া সুধাসাগরে,
সুধারসে মাতোয়ারা করে দাও।
যেই সুধারসপানে ত্রিভুবন মাতে তাহা মোরে দাও'।।

ভবসাগর থেকে উদ্ধৃতেচ্ছুক কবি বললেন –

'তোমার চরণে গিয়ে লাগিবে আমার জীবনতরণী–
অভয়চরণে গিয়ে লাগিবে'।

মহামোহঘোর থেকে জেগে উঠে কবি আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে, তাঁর অপার করুণা লাভে বললেন –

'জানি না কখন্ করুণা-অরুণ উঠিল উদয়াচলে,
দেখিতে দেখিতে কিরণে পূরিল আমার হৃদয়গগন'।

উপসংহার

উপনিষদ্ঘোষিত একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্মই সারাৎসার। কখনো নিরাকার ব্রহ্ম, কখনো সাকার বিরাট্ পুরুষ, আবার কখনো তিনিই বাক্ রূপে বা শব্দব্রহ্মরূপে জগতের প্রকাশক। পরিপূর্ণ পরব্রহ্ম জীবের হৃদয়স্থিত কূটস্থ ব্রহ্ম। কবি বলেছেন – 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, দেখতে আমি পাইনি তোমায়...'। তাঁর সাক্ষাৎকার তাঁরই অনুগ্রহাধীন। এবং সেই অনুগ্রহলাভের একমাত্র পন্থা শরণাগতি ও প্রার্থণা। প্রার্থণার মধ্য দিয়ে কবি খুঁজেছেন মুক্তি। তাই কবি একচিত্তে তাঁর কৃপা প্রার্থণা করেছেন নানান ভাবে। উপনিষদ্ থেকে রবীন্দ্রচিন্তন

MANANAMEDINĪ ISSN: Applied
A Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal Dedicated to Research in Sanskrit & Allied Disciplines
Volume: 1, Issue: 1 (August-September) 2026
Website: www.mananamedinijournal.in
Email id: mananamedinijournal@gmail.com

সর্বত্রই তার অনুগ্রহ ও স্বপ্রকাশত্ব কীরূপে ধ্বনিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই শোধপত্রে যথামতি প্রস্তুত করা হল।

Endnotes

I. প্রসঙ্গতঃ, বেদান্তই একমাত্র মোক্ষশাস্ত্র। কাব্য-ব্যাকরণ-ন্যায়-মীমাংসাদি শাস্ত্রসমূহের পরং প্রয়োজন পরমপুরুষার্থ হলেও এদের প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন। কাব্যের প্রয়োজন রসাস্বাদ। ব্যাকরণ পদশাস্ত্র, ন্যায় প্রমাণশাস্ত্র এবং মীমাংসা বাক্যশাস্ত্র নামে খ্যাত। তাই ন্যায়-ব্যাকরণ-মীমাংসাশাস্ত্রের জ্ঞাতাকে পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞ বলা হয়।

II. গীতা — ১৮। ৬৬

III. জ্ঞানসূক্তম্ ১০.৭১.৪

IV. বাগ্ বাগ্বিদে স্বাত্মানং বিবৃণুতে। - মহাভাষ্য, পস্পশাহ্নিক।

V. কেনোপনিষদ্, ১.২

Bibliography

- গম্ভীরানন্দ, স. (2021). *উপনিষদ্-গ্রন্থাবলী (খণ্ড – ১,২,৩).* কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়.
- গোয়ন্দকা, হ. (২০৭৪ সংবৎসর). *ঈশাদি নৌ উপনিষদ্.* গোরখপুর: গীতাপ্রেস.
- ঠাকুর, র. (n.d.). *গীতবিতান.* কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ.
- পাল, ব. (১৪২০ বঙ্গাব্দ). *বেদান্তসার.* কোলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার.
- শর্মা, র. ক. (১৯৮২). *মহাভাষ্যম্ (পস্পশাহ্নিকম্).* দিল্লী: ইস্টর্ন বুক লিংকর্স.
- সিংহ, জ. প. (২০১০). *নবীনবৈদিকসঞ্চয়নম্.* বারাণসী: চৌখম্বা কৃষ্ণদাস অকাদমী.